OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 96
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 765 - 770
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 765 - 770
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

শারীর শিক্ষায় রায়বেঁশে রণ নৃত্যের উপযোগিতা এবং এর বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

ড. রুষা ঘোষ দত্ত
স্টেট এডেড কলেজ টিচার (ক্যাটাগরি-১)
নৈহাটি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ
Email ID: dutta.rusha29@gmail.com
0009-0004-3842-2898

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Raibenshe Dance, Usefulness in Physical Education, Current Social Relevance.

Abstract
It is noteworthy that Bengalis continue to sustain and transmit their cultural heritage across generations. In this context, the preservation of folk traditions assumes particular significance as a cultural responsibility. The reconstruction and rearticulation of Bengali national life may be meaningfully advanced through the systematic incorporation of regional practices such as the Raibenshe dance tradition into contemporary physical education frameworks. As a form of martial folk expression, Raibenshe embodies a synthesis of physical discipline, rhythm, and collective coordination, which can contribute to both the physiological development and psychological conditioning of students. Furthermore, its pedagogical integration may facilitate the cultivation of social awareness and community-oriented values. Nevertheless, the question of its relevance and reception within the dynamics of the modern urban milieu remains a critical area for further inquiry.

Discussion

বাংলার লোকসংস্কৃতি হল বাংলার মানুষের জীবনযাপন, বিশ্বাস, শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য ও সামাজিক রীতিনীতির এক জীবন্ত ঐতিহ্য। এটি গ্রাম বাংলার মাটি, নদী, কৃষিকাজ, উৎসব ও মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। সেরকম ভাবেই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বাংলার লোকনৃত্য শুধু বিনোদন নয়, এটি মানুষের জীবনদর্শন, সমাজ চিন্তা, ধর্ম বিশ্বাস প্রকৃতি–চেতনা এবং মানবিক মূল্যবোধের প্রতিফলন। এরকম একটি লোকনৃত্য, যা বাংলার এক প্রাচীন ও শক্তিময় লোকনৃত্য ধারা, সেটি হল রায়বেঁশে রণনৃত্য। এটি প্রধানত বীরত্ব, যুদ্ধ কৌশল ও আত্মরক্ষার ভঙ্গি প্রকাশ করে। 'রায়বেঁশে' নামটির সাথে, বিশেষত এই রণ নৃত্যের উৎস অনুসন্ধান প্রসঙ্গে একাধারে সরকারী কর্মচারী, অন্যদিকে লোকসংস্কৃতির অন্যতম গবেষক শ্রী গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের নামটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে বাংলার বীরযোদ্ধা রূপে রায়বেঁশেদের পরিচয় উন্মোচিত হয়েছে। তিনি বর্ণনা করেছেন –

"বাঙালী যোদ্ধার কি স্বরুপ দেখায়

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 96
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 765 - 770
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তার সাক্ষাৎ মূর্তি যদি দেখবি তো আয়।
বোরো বুদুর আর অজন্তার গুহা হতে
যেন উঠে এসেছে লোক বাংলার পথে।
বহু দীর্ঘ শতাব্দীর অবজ্ঞা সয়ে
পথে এসে বীরের দল কাঙাল হয়ে।
তবু ভোলে না অতীতের গৌরব ধারা
নাচে বীরের নৃত্যে, - হয়ে আত্মহারা।
পদ দলিত লাঞ্ছিত নির্যাতিত
থাকে নিরন্নোদর – রাখে বক্ষ স্ফীত।”[১]

রায়বেঁশে লোকনৃত্যের উৎস অনুসন্ধান প্রসঙ্গে গবেষক গুরুসদয় দত্ত এই বিষয়ে নিশ্চিত করেছেন যে, ডোম-বাউরি জাতীয় একদল লোক এইধরণের নাচের সঙ্গে যুক্ত তাকেই রায়বেঁশে নৃত্য বলা হয়ে থাকে। হিন্দুদের বাড়িতে বিবাহের আনন্দ-উৎসবে এই শ্রেণীর লোকদের নৃত্য প্রচলিত ছিল। বীরোচিত ভাবভঙ্গী সমন্বিত এক সংযমী অনির্বচনীয় রহস্যময় রণ নৃত্যের দ্বারা আকর্ষিত হয়ে গুরুসদয় দত্ত এই নৃত্যের তালে তাল মিলিয়ে একটি গানও রচনা করেছিলেন। গানটি হল -

“রায়বেঁশের গান
আয় মোরা সবাই মিশে’, - খেলবো রাইবিশে।
মোরা খেলবো রাইবিশে –
মোরা নাচবো রাইবিশে।
আয় মোরা সবাই মিশে’ - খেলবো রাইবিশে।।
নহে ঘৃণ্য জিনিষ এ –
মহামূল্য জিনিষ এ। ...
দামামার তালে তালে হেলে’ দুলে
মোরা মারবো কুঠার নিরানন্দের মূলে।”[২]

বাংলার বীরসন্তান রূপে আখ্যায়িত রায়বেঁশেদের নৃত্য ও ব্যায়ামকলার উৎপত্তি সংক্রান্ত বিতর্ক গবেষক গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের চোখ এড়ায়নি। তিনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্রকে এর প্রকৃত উৎস অনুসন্ধান করার ভার অর্পণ করেছিলেন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য চর্চা এবং তাঁর রতন লাইব্রেরি মন্থন করে প্রামাণ্য তথ্যসহ সাহিত্যিক শিবরতন মিত্র এ বিষয়ে অবগত হয়েছিলেন যে, রাইবিশে হল ধর্মমঙ্গলের, কবিকঙ্কন চণ্ডীর এবং অন্নদামঙ্গলের রায়বাঁশ (ভল্ল) ধারী অমিতবীর্য্য রায়বেঁশে যোদ্ধা, এরাই একাদশ শতাব্দীতে বর্ধমান জেলার শ্যামরুপার গড় থেকে মহামদ পাত্রের নেতৃত্বে ময়নাগড়ে লাউসেনকে আক্রমণ করেছিলেন। এরাই সুদূর অতীতে কলিঙ্গ রাজ্যের নেতৃত্বে সুদূর গুজরাট আক্রমণ করেছিল এবং ষোড়শ শতাব্দীতে যারা মান সিংহের বিজয় বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। অথচ, বর্তমান প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্যতার সম্মুখীন হয়েও, কিংবা সামাজিক–নৈতিক অবনতি সত্ত্বেও, তারা প্রাণপণে সেই একাদশ শতাব্দীর বীরোচিত ভাবভঙ্গী ও সামরিক নৃত্যপ্রণালীকে অটুটভাবে যুগের পর যুগ সযত্নে রক্ষা করে চলেছে।[৩]

এই সামরিক নৃত্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যাক্তিরা প্রধানত গঙ্গারিদা নামক সামরিক গোষ্ঠীর উত্তরপুরুষ রূপে বিবেচিত হয়েছে এবং এই তথ্য গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিসের বিবরণ ও ম্যাসিডোনিয়ার রাজা আলেকজান্ডারের অভিযানের প্রাসঙ্গিক লেখমালা থেকে জানা যায়। বর্ধমান ও বীরভূমের রায়বেঁশে লোকনৃত্যের পদচিহ্নের অস্তিত্ব বর্তমানে টিকে আছে। মধ্যযুগীয় বাংলায় রায়বেঁশে সৈনিকদের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।[৪] বাংলার রায়বেঁশেদের বর্তমান বসতি মূলত বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং বর্ধমান জেলায়। সমস্ত রাজা ও জমিদারদের রায়বেঁশে নামে সৈন্য বাহিনী এবং দেহরক্ষীও ছিল। অবশ্য রাজা–জমিদারদের দীপ্ত সূর্য অস্তমিত হলে এই মানুষগুলির চাকরীও চলে যায়, তারা অকেজো হয়ে পড়ে। পেটের তাগিদে এরাই ঠ্যাঙারে –

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 96
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 765 - 770
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ঠগিদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। এইসব মানুষদের বীরভূমের তৎকালীন জেলাশাসক গুরুসদয় দত্ত ১৯৩০-১৯৩১ সালের মধ্যে সমাজের মূল স্রোতে আনার চেষ্টা করেছিলেন।[৫]

প্রাচীন বাংলায় রায়বেঁশে রণ নৃত্য একটি জীবন্ত ঐতিহ্য রূপে বিদ্যমান। নৃত্য গবেষক শোভনা নারায়ণ রায়বেঁশেদের উৎস অনুসন্ধান প্রসঙ্গে তাদের মল্লক্রীড়া, ছদ্ম যুদ্ধের অনুশীলন তথা প্রশিক্ষণের সাথে সংযুক্ত করেছেন। এই মল্ল যোদ্ধাদের রণ ক্রীড়া পরবর্তীকালে একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যতে রূপান্তরিত হয়।[৬] গবেষক ডঃ শঙ্করলাল মুখোপাধ্যায় রায়বেঁশে লোকায়ত নৃত্যটিকে প্রধানত গোষ্ঠীবদ্ধভাবে হাত এবং পা চালানোর প্রক্রিয়াকরণের দ্বারা পরিচিত একটি রসাত্মক নৃত্য রূপে পরিগণিত করেন। বিশেষতঃ ভরতের নাট্যশাস্ত্রের কিছু করণ-প্রকরণ এতে লক্ষ্য করা যায়। এই নৃত্যের মধ্যে দিয়েই শক্তি পরীক্ষা ও শক্তি চর্চার অঙ্গরূপে ঢোলের বাজনার তালে তালে বিভিন্নপ্রকার দেহ ভঙ্গির কসরত এবং কৌশল প্রদর্শনী চলে। প্রকৃতপক্ষে জেলাশাসক গুরুসদয় দত্তের পৃষ্টপোষকতায় ব্রতচারী আন্দোলনের অংশ হিসাবে রায়বেঁশে নৃত্যটি বিশেষ মর্যাদা লাভ করে।[৭]

রায়বেঁশের মত রণ নৃত্যের তাৎপর্যের আঙ্গিকে এই নৃত্যকে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত আবশ্যক। জেলাশাসক গুরুসদয় দত্ত সর্বান্তকরণে শিক্ষা ক্ষেত্রে রায়বেঁশে নৃত্যটির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাঁর উপলব্ধি অনুযায়ী, বীরভূমের সুলতানপুর, লাভপুর, নলহাটি অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক এবং ছাত্রদের মধ্যে এই নৃত্য অভ্যাস করার মানসিকতা দেখা দিয়েছে এবং এর ফলশ্রুতি অনুযায়ী এই নৃত্য ও ব্যায়ামের নিয়মিত চর্চায় অবশ্যম্ভাবীভাবে তাদের শারীরিক স্বাস্থ্য এবং শক্তির উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলার প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্ররা এবং বাংলার প্রতিটি গ্রাম, শহরের যুবকরা প্রাচীন বাংলার এই রায়বেঁশে বীর নৃত্যটিকে শিক্ষার জাতীয় জীবনের একটি বিশিষ্ট অঙ্গরূপে যেদিন গ্রহণ করতে পারবে, সেদিন প্রাচীন বাংলার গঙ্গা রাঢ় ও পাল যুগের পৌরুষ ধারার সাথে বাঙালির বর্তমান জাতীয় জীবনের যোগসূত্র স্থাপন সম্ভব হবে। তাই জেলাশাসক গুরুসদয় দত্ত বলেছেন –

“নাচো রণতাণ্ডব –
পরিহরি লাস্য –
বেড়ে যাবে পৌরুষ –
ঘুচে যাবে দাস্য।।”[৮]

রায়বেঁশে ব্যায়াম ক্রীড়ার নিয়মিত চর্চা বাঙালির জাতীয় জীবনের দুর্বলতা, কৃত্রিমতা, বিলাসিতার ভাব দূর করতে সমর্থ হবে। রায়বেঁশে নৃত্য বাংলার জনসাধারণের জীবন পদ্ধতির শৃঙ্খলা বিহীন ছন্নছাড়া এলোমেলো ভাবকে দূর করে জাতীয় জীবনকে আবার একটি সহজ গৌরবময় ধারায় চালিত করবে। শিক্ষালয়গুলিতে রায়বেঁশের মত রণ নৃত্যের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদ্যালয়গুলিতে ব্রাহ্মণ জাতীয় স্নাতক শিক্ষকেরা ডোম বাউরি জাতীয় রায়বেঁশেদের বংশধরদের সঙ্গে অবাধে নৃত্যে যোগ দিয়ে, তাদেরকে ওস্তাদের মর্যাদা দিয়ে তাদের থেকেই কসরত শিক্ষা, রণ ডঙ্কা ও ঢোল বাজাবার প্রণালীও শিক্ষা করছেন। জেলাশাসক গুরুসদয় দত্ত রায়বেঁশে নৃত্যকে শারীরশিক্ষার অন্যতম অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তৎকালীন বাংলার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ও শারীরশিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর রায়বেঁশে নৃত্যের উপযোগিতা উপলব্ধি করে ড্রিলের পরিবর্তে রায়বেঁশে নৃত্য, রায়বেঁশে কসরত শিক্ষা প্রণালী প্রবর্তনের প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। গুরসদয় দত্ত রায়বেঁশের মত লোকায়ত নৃত্যকে স্কুল শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তাতে ১৯৩১ সালে ও ১৯৩৩ সালে সিউরি জেলায় তাঁর তত্ত্বাবধানে যে লোকনৃত্য শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল এবং যাতে বহু জেলার উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা যোগদান করেছিলেন। রায়বেঁশের প্রভাব তৎকালীন সময়ে বাংলার গণ্ডী অতিক্রম করে দিল্লী, পাঞ্জাবেও স্কুল, কলেজের ছাত্র – শিক্ষকদের মধ্যে উৎসাহের উদ্রেক ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলস্বরূপ, দিল্লীতে একটি লোকনৃত্য শিক্ষা সমিতি গঠন করা হয়েছিল এবং বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের নৃত্য প্রতিভা অচিরেই সমগ্র ভারতবর্ষের উপর তীব্র প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিল।[৯]

রায়বেঁশে নৃত্যটি পুরুষোচিত, তেজোময় এবং উচ্চাঙ্গ নৃত্য, সর্বোপরি অসাধারণ রূপ-তাল-লয় সমন্বিত। রায়বেঁশে নৃত্য শিল্পীদের হাঁটুর উপরে তোলা মালকোঁচা মারা ধুতি, ছাপা জাঙিয়া, কোমরে আর মাথার ফেটিতে লাল শালু

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 96
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 765 - 770
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বাঁধা এবং খালি গা, কখনো আবার হাতকাটা গেঞ্জি ইত্যাদি পোশাকের ভিন্নতা এই নাচটিকে অনেক বেশী আকর্ষণীয় করে তোলে। এই বর্ণময় রণ নৃত্যের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করেই বীরভূমের জেলাশাসক থাকাকালীন গুরুসদয় দত্ত গ্রামীণ রায়বেঁশে শিল্পটিকে অবলম্বন করে তার সঙ্গে বাউল-কাঠি নাচ-সারিগান-জারিগানের সমন্বয় ঘটিয়ে এই বীরভূমের মাটিতেই ব্রতচারীর উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন এবং সেক্ষেত্রে শরীর চর্চাই মুখ্য বিষয়, প্রতিরোধ গড়ে তোলাই যার ধর্ম।[১০]

শিক্ষালয়গুলিতে এই রায়বেঁশে নৃত্য প্রচলনের সাথে সাথে বাংলার প্রাচীন সংকৃষ্টি প্রসূত কাঠি নাচ, জারি নাচ, বাউল নাচ, কীর্তন নাচের প্রচলনও জেলাশাসক গুরুসদয় দত্তের অন্যতম অভিপ্রায় ছিল। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, ব্যায়ামের সাথে সাথে এই নৃত্য মনে নির্মল আনন্দ, স্ফূর্তির বিকার, চরিত্রের নির্মলতা, উদারতার বিকাশ ঘটাবে। তাছাড়া রায়বেঁশে নৃত্য প্রচলনের বিস্তার ঘটলে উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের সাথে সাথে বেশ কিছু স্থানে পণ্ডিত, এমনকি মৌলবিরাও মালকোঁচা পড়ে খালি পায়ে নিজ নিজ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে পৌরুষ নৃত্যে এবং ব্যায়াম কলায় যোগদান করে শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি নতুন সাম্যভাবের, মুক্তভাবের ও অবশ্যই আনন্দময়ভাবের অবতারণা ঘটিয়েছিল।[১১]

জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনে নিজস্ব সংস্কৃতির সেবা – পরিচর্যা আবশ্যক। প্রাচ্য সংস্কৃতির সঙ্গে নতুন প্রজন্মের ছাত্র ছাত্রীদের পরিচয় করানো, শ্রদ্ধা বোধ জাগিয়ে তোলা দরকার। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ রায়বেঁশে নাচের পৌরুষব্যঞ্জক ভঙ্গি এবং কৃৎকৌশল দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন বলেই, শান্তিনিকেতনে তার প্রচলনও করেছিলেন। তাছাড়া নানান কুচকাওয়াজ, ধনুক চালনা, অসি চালনা, বর্শা নিক্ষেপ, রণ পায়ে ভ্রমণ, লাঠিখেলা প্রভৃতি কসরতগুলো উচ্চাঙ্গের ব্যায়াম। তাই শরীর চর্চার ক্ষেত্রে এই নাচ অদ্বিতীয়। শারীরশিক্ষার ক্ষেত্রেও এই নাচ অপরিহার্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও জেলাশাসক গুরুসদয় দত্ত প্রবলভাবে চেষ্টা করেও এই ব্যায়ামকেন্দ্রিক শারীরশিক্ষাকে গুরুত্ব সহকারে বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত করে যেতে পারেননি।[১২]

রায়বেঁশে নৃত্যটির বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কিত আলোচনা অত্যন্ত পীড়াদায়ক। যে নৃত্যটি একসময় বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের জমিদারী প্রথার মূল চালিকা শক্তি ছিল, সেটি আজ বর্তমান নগরায়নের ঘেরাটোপে প্রায় বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যেতে বসেছে। যে নাচটিকে স্বয়ং কবিগুরু চিত্ত দুর্বলতা দূর করার মাধ্যম হিসাবে পরিগণিত করেছিলেন, যাকে মর্যাদার সাথে স্থান দিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের বসন্তোৎসবে এবং কবিগুরুর আগ্রহেই শান্তিদেব ঘোষ রবীন্দ্র নাট্য 'নবীন' নাটকে রায়বেঁশে আঙ্গিকের কিছু নাচের সংযোগ ঘটিয়েছিলেন, সেই নাচের বর্তমান পরিণতি বেদনার উদ্রেক করে। বর্তমান সভ্যতার আলোকে রায়বেঁশে নৃত্যটি শুধুই এক দুর্লভ লোকায়ত সংস্কৃতি ভিন্ন অন্য কোন পরিচয়ে পরিচিত নয়।[১৩]

এই নৃত্যটি দীর্ঘদিন সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে তথাকথিত নিম্নবর্ণ ও আদিবাসী সমাজে বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। তথাকথিত গুরু, প্রশিক্ষণ এদের কোনদিন ছিল না। তবে সেক্ষেত্রে এদের স্বশিক্ষিত বলা যায় এবং বড়রা নাচে, ছোটরা দেখে, তারাও একদিন বড় হয়ে এই নাচের সঙ্গে যুক্ত হয় ও এইভাবেই এই গ্রামীণ দলবদ্ধ নাচটি সাধারণ গ্রামবাসীদের মধ্যে এক ঐক্য-সৌহার্দ্য তৈরি করেছে। উন্নত নগরায়নের কারণে রায়বেঁশে শিল্পীরা আজ দলছুট, তাদের সংস্কৃতি তথা লোকসংস্কৃতি বহুধা বিপন্ন। শিক্ষিত শাস্ত্রীয় ধ্রুপদী নৃত্য চর্চায় লোকনৃত্যের বিভিন্ন ভাব-ভঙ্গিমা চলে আসলেও, তার যথাযথ স্বীকৃতি আজ নেই। এই রায়বেঁশে নৃত্যটি রাঢ় বাংলার আঙিনা থেকে আজ প্রায় হারিয়ে গেছে, বীরভূমের দু-একটি গ্রামে, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমানের মোট পাঁচ–সাতটি দল বর্তমানে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে। জমিদারীও আজ আর নেই, তাই তাদের কাজও আজ নেই।[১৪]

রায়বেঁশেদের উল্লেখ আছে তারাশঙ্করের 'পঞ্চগ্রাম', 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা', 'কালান্তর', 'আরোগ্যনিকেতন' প্রভৃতি উপন্যাসে। যেসমস্ত কালজয়ী উপন্যাসে রায়বেঁশের মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি পরিলক্ষিত হয়, বর্তমান সময়ে শুধুমাত্র পৃষ্টপোষকতার অভাবে লোকশিল্পের দুর্বল সম্প্রদায় হিসাবেই রায়বেঁশেরা বেঁচে আছে মাত্র। প্রাসঙ্গিকক্রমে, রায়বেঁশের সঙ্গে যুক্ত থাকা শিবরাম প্রামাণিক, যিনি বর্তমানে ব্রতচারী মাষ্টার, বিষ্ণুপুরের বৈদ্যনাথ মণ্ডলের আবেগ তাড়িত রায়বেঁশে নৃত্যের অভিজ্ঞতা, রায়বেঁশে শিল্পের পিঠস্থান বীরভূমের নানুর থানার চারকল গ্রাম, ময়ুরেশ্বর থানার সোজঁ গ্রাম, বর্ধমানের কোশীগ্রাম, মুর্শিদাবাদের কাঁতুরহাট, সাহোড়া গ্রাম আজ যেন অতল অন্ধকারে হারিয়ে গেছে, রায়বেঁশেরা আজ তাই প্রায়

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 96
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 765 - 770
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অকেজো হয়ে গেছে। বাগদি-ভল্লা–বাউরি-ডোম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের এই লোকায়ত শিল্পটি উন্নত আগ্নেয়-বারুদের যুগে প্রায় গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে এবং জীবিকার বৃহৎ কর্মযজ্ঞশালায় জীবন বাঁচাতে রায়বেঁশে শিল্পীদের পদার্পন ঘটেছে। তাই খুব স্বাভাবিকভাবে এই লোকনৃত্যটির সমকালীন ক্ষেত্রটি বর্তমানে বেশ বিপন্ন। আগামী ভবিষ্যৎ সত্যি অনিশ্চিত এবং সরকারের যথাযথ পৃষ্টপোষকতার অভাব, শিল্পীদের নানান অভাব-অনিচ্ছা এই লোকনৃত্যটিকে অনেকটা পিছিয়ে দিচ্ছে। তাই প্রশ্ন থেকেই যায় যে, প্রকৃত অর্থে লোকনৃত্যটির সংরক্ষণের প্রয়োজন কতটা? আগামী দশ বছরের মধ্যে এই নৃত্যের পরিণতি কি হবে?[১৫]

রায়বেঁশে শিল্পটির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়, রায়বেঁশের মতো একটি ব্যায়াম কৌশলের প্রাসঙ্গিকতা কেন আজ হারিয়ে যাচ্ছে, সেই চিন্তা–উদ্বিগ্নতা মনের মধ্যে থেকেই যায়। বর্তমান সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে রায়বেঁশের মতো শিল্পের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যিক। যে নাচটির একটি নিজস্বতা আছে, যে নাচটির মধ্যে দিয়ে শিশুর সারল্যে সাজানো বর্ণময় এক সম্মিলিত জীবনের সন্ধান পাওয়া যায়, তার হারিয়ে যাওয়া মেনে নেওয়া কঠিন। বিশ্ববন্দিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রায়বেঁশে নৃত্যের মধ্যে অনুসন্ধান করেছিলেন এক পুরুষোচিত দুর্লভ ভঙ্গি এবং সেই আগ্রহেই এখনও শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসবের কাঠি নাচে রায়বেঁশের শেষ – অবশেষটুকু রয়ে গেছে। অথচ যে লোকনৃত্যটি সমাজে সাম্য–সৌহার্দ্য–সারল্য–ঐক্য–সম্প্রীতি গঠন করতে অভাবনীয় ভূমিকা নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করে এসেছে, বর্তমানে তার কোনও উন্নয়ন নেই, বরং শিল্পীরা শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রাখতে ক্লান্ত–পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু, জেলাশাসক গুরুসদয় দত্ত এই লোকসংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য স্থাপন করেছিলেন 'বঙ্গীয় পল্লী সম্পদ রক্ষা সমিতি', সেখানে বাউল-ঝুমুর-জারি–সারি প্রভৃতিও সংরক্ষিত হয়েছিল। মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান জেলার গ্রামে ঘুরে ঘুরেও লোকশিল্পটিকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ প্রয়াস তিনি চালিয়ে গিয়েছিলেন। এতে এলাকার মানুষদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন, অন্যদিকে স্বদেশীরাও তাঁর বিরোধিতা করেছিল এই বলে যে, এতে স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষতি হচ্ছে। যদিও, গুরুসদয় দত্ত স্থাপিত ব্রতচারী ও রায়বেঁশে এক নয়। ব্রতচারীর মধ্যে একটা ধ্রুপদিয়ানা ভাবমূর্তি পরিলক্ষিত হয়, অন্যদিকে রায়বেঁশে নৃত্যটি আজও সম্পূর্ণভাবে পল্লী মাটির ধূলায় মলিন লোকায়ত বীরত্বব্যঞ্জক লোকনৃত্য। রায়বেঁশে দলগুলি বর্তমান বিশ্বায়নের করাল গ্রাসে প্রায় উঠে যেতে বসেছে। কিন্তু রায়বেঁশের মতো ব্যায়ামভিত্তিক শরীর চর্চার ক্ষেত্রটিকে বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করা হলে শুধুমাত্র নম্বরের প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীকে আবদ্ধ না করে, সম্প্রীতি–সাম্য–সহযোগিতার পঠন–পাঠনেও তাকে অগ্রণী করে তোলা সম্ভবপর হত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ডিগ্রি হলেও, মানুষ সেক্ষেত্রে কজন হতে পারছে, সেই প্রশ্ন সর্বদাই থেকে যায়।[১৬]

রায়বেঁশেদের জীবন অভিজ্ঞতার বর্ণনা বিচিত্র। বর্ধমানের কাটোয়ার কোশিগ্রামের রায়বেঁশে শিল্পীদের যথেষ্ট পরিচিতি আছে। তাদের মধ্যে অন্যতম রায়বেঁশে শিল্পী দুখোহরণ পণ্ডিত রায়বেঁশে শিল্পীদের জীবন অভিজ্ঞতা এবং বর্তমান অবস্থা প্রসঙ্গে একথা স্বীকার করেছেন যে, সরকারী উদ্যোগে তাদের আয় বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে দুশ্চিন্তার মূল কারণ একটাই যে, নতুন প্রজন্মের কেউই তেমনভাবে এই পেশায় আর আসছে না এবং তাই এই শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা থেকেই যায়। বর্তমানে নানা সরকারী অনুষ্ঠানে তাদেরকে ডাকা হচ্ছে, সাধারণ মানুষও অনুষ্ঠান করার জন্য তাদের ডাকছেন। এক-একজন শিল্পী মাসে দশ হাজার টাকা উপার্জনও করতে পারছেন।[১৭]

রায়বেঁশের মতো লোকায়ত শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেই বাঙালির লোককৃষ্টি-সংস্কৃতির পরম্পরা বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে। এই ঐতিহ্যশালী পরম্পরাকে অক্ষুণ্ণ রাখার দায়বদ্ধতা তরুণ প্রজন্মের উপর বর্তায়। রায়বেঁশের মতো ব্যায়াম কৌশল বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে আরও বেশি করে কিশোর–কিশোরী, তরুণ–তরুণীদের মধ্যে মানসিক ও শারীরিক বলিষ্ঠতা বজায় রাখতে সক্ষম হবে। তাই শিক্ষালয়ের পাঠ্যক্রমে তো বটেই, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রায়বেঁশেকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ক্যারাটে, কুস্তি, ফুটবল ক্রিকেটের পাশাপাশি এই অভিনব কসরত শিল্পটিকেও জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে তথা ডিজিটাল এ. আই-এর যুগেও এই ঐতিহ্যশালী, পারম্পরিক ব্যায়াম শিল্পটিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার গুরু দায়িত্ব অবশ্যই তরুণ প্রজন্মের কাছে পাথেয় হয়ে থাকুক। তরুণ প্রজন্মকে গুরুসদয় দত্তের লোকায়ত পৃথিবী সম্পর্কে সেই উপলব্ধি ভুললে চলবে না, যা তিনি ১৯৩২ সালে সিউরিতে লোকায়ত পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন -

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 96
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 765 - 770
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"পুরাকালে আর কোন জাতি বাহুবলে
বাঙ্গালীর সমতুল ছিল না ভূতলে। ...
রায়বেঁশে ঢালি কাঠি – নৃত্যের তেজে
ছুটিত সমরভূমে বীর সাজে সেজে।
ঝুমুর বাউল জারি কীর্তনে ব্রতী
গড়িত সবল কায়া সুন্দর মতি। ...
সতেজ সরল মন শরীর রচিয়া
গড়িত বীরের জাত শৌর্যে ভরিয়া।
ফিরায়ে আনিতে সেই গৌরবধারা
ব্রত উদযাপে যারা ব্রতচারী তারা।"[১৮]

Reference:

১. দত্ত, গুরুসদয়, (২০০০, মে) বাংলার লোকশিল্প ও লোকনৃত্য, ছাতিম বুকস, পৃ. ২১৭
২. তদেব, পৃ. ২৩১-২৩২
৩. তদেব, পৃ. ২৩৪-২৩৫
8. Vatsyayan, Kapila, (1976), Traditions of Indian Folk Dance, Indian Book Company, New Delhi, P. 147
৫. মুখোপাধ্যায়, আদিত্য, (২০১২, জানুয়ারি), রায়বেঁশে জীবন ও শিল্প, আনন্দ পাবলিকেশন, পৃ. ভূমিকা
৬. Narayan, Shovana, (2017), Folk Dances of India Unity in Diversity, Shubhi Publications, Gurgaon, P. 174
৭. মুখোপাধ্যায়, ডঃ শঙ্করলাল, (১৯৯৭, এপ্রিল), ভারতীয় নৃত্যধারার সমীক্ষা, ফার্মা.কে.এল.এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, পৃ. ৫৪০
৮. দত্ত, গুরুসদয়, (২০০০, মে), বাংলার লোকশিল্প ও লোকনৃত্য, ছাতিম বুকস, পৃ. ২৭১- ২৭২
৯. তদেব, পৃ. ২৭২- ২৭৭
১০. মুখোপাধ্যায়, আদিত্য, (২০১২, জানুয়ারি), রায়বেঁশে জীবন ও শিল্প, আনন্দ পাবলিকেশন, পৃ. ১৬২
১১. দত্ত, গুরুসদয়, (২০০০, মে), বাংলার লোকশিল্প ও লোকনৃত্য, ছাতিম বুকস, পৃ. ২৭৫
১২. মুখোপাধ্যায়, আদিত্য, (২০১২, জানুয়ারি), রায়বেঁশে জীবন ও শিল্প, আনন্দ পাবলিকেশন, পৃ. ১৭২-১৭৪
১৩. তদেব, পৃ. ১৫০-১৫১
১৪. তদেব, পৃ. ১৫৫-১৫৬
১৫. তদেব, পৃ. ১৫৯-১৬৬
১৬. তদেব, পৃ. ১৭১-১৭৭
১৭. মুখোপাধ্যায়, পৌলমী (২০২১, ১৩ জুন), প্রবন্ধ- রায়বেঁশে থেকে লাঠিখেলা, বাংলার নিজস্ব এমন কিছু ক্রীড়াশৈলী, Asianet News Bangla (Online news portal)
১৮. মুখোপাধ্যায়, আদিত্য, (২০১২, জানুয়ারি), রায়বেঁশে জীবন ও শিল্প, আনন্দ পাবলিকেশন, পৃ. ১৭২